দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 08 JAN 2007 পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

শিক্ষা উপবৃত্তির শর্ত শিথিল করা প্রয়োজন

১৯৯২ সালে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা আইন বাস্তবায়নের পর দেশের অনগ্রসর, অনাগ্রহী অভিভাবকদের শিশুদের আগমনের ফলে বিদ্যালয়গুলোতে পরিবেশগত কিছু সমস্যা ও লেখাপড়ার প্রতিযোগিতার ব্যাঘাত সৃষ্টি হয়। ফলে মানসম্মত শিক্ষার ঘাটতি হয়েছে। পূর্বের মান ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে শিক্ষা উপবৃত্তি প্রাপ্তির নিয়মে মোট শিশুর ৪০% কে উপবৃত্তি প্রদানের ফলে বার্ষিক ৬০% বিদ্যালয়ে আসা অনিশ্চিত হয়েছে। পাশাপাশি মোট শিশুর ৬১% প্রতিদিন উপস্থিতি নিশ্চিত করা না হলে এবং উপবৃত্তিধারীদের পাসের নাম্বার ৪৫% না হলে উপবৃত্তি না পাবার শর্ত প্রাথমিক শিক্ষার মান উন্নয়নের জন্য খুবই গুরুত্ব বহন করে।

বিভিন্ন বিদ্যালয় জরিপ করে দেখা গেছে, উপবৃত্তি ভোগকারী শিশুদেরই লেখাপড়ার মান সর্বনিম্ন। এহেন পরিস্থিতির সহজ-সরল অপবাদের শিকার প্রাথমিক শিক্ষক সমাজ। মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষার সকল ব্যর্থতার দায়ভার উপবৃত্তির কারণে শিক্ষকদের ওপর চাপানো হচ্ছে।

উপবৃত্তি তালিকা প্রণয়ন, বণ্টন, সকল ক্ষমতা ও দায়িত্বে মূলত ম্যানেজিং কমিটি। অন্য দিকে [illegible] জবাবদিহিতা অনেকটাই প্রধানশিক্ষক ও শিক্ষকমণ্ডলীর। অনেক সভাপতিই সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। রাজনৈতিকভাবেই তালিকা প্রণয়ন ও বণ্টন হওয়ায় প্রকৃত গরিবরা অনেক সময় বাদ পড়ে যায়। যদি ৬১% উপস্থিতি এবং ৪৫% পাস-নাম্বার এবং গরিব এই তিন শর্ত বর্তমান থাকে, তবেই অনেক বিদ্যালয়ই উপবৃত্তি থেকে বাদ পড়ে যাবে। ক্ষতিগ্রস্ত হবে দরিদ্র শিশু পরিবার। সফল হবে না বাধ্যতামূলক মানসম্মত প্রাথমিক শিক্ষা। আগামী ২০১০ সাল পর্যন্ত বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাস্তবায়নে নিম্নলিখিত প্রস্তাবনাগুলো বাস্তবায়নের জোর সুপারিশ করছি:

১. আকস্মিক পরিদর্শন ও দৈনিক উপস্থিতির জন্য শুধুমাত্র উপবৃত্তি তালিকা প্রাপ্তদের ৬১% নিয়ম করা যেতে পারে।
২. শতকরা ৪৫% নাম্বারের পরিবর্তে ৩৩% পর্যায়ক্রমে ৪৫% করা।
৩. গরিবদের শিক্ষার স্বার্থে ৮০% শিশুর মধ্যে শিক্ষা আইন প্রণয়ন উপবৃত্তি।
৪. দাতা সদস্য ও ম্যানেজিং কমিটিকে বৃত্তি [illegible] চালু করা।
৫. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে অধিকতর গরিবদের মধ্যেও মাসে মাসে উপবৃত্তি প্রদান।
৬. একই অভিভাবকের শিশু বিভিন্ন বিদ্যালয়ে ভর্তি রোধ এবং ২/৩ শিশু বিশিষ্ট অভিভাবকদের উপবৃত্তি বাধ্যতামূলক করা।
৭. উপবৃত্তির টাকা প্রদানে ব্যাংকিং চেক সিস্টেম চালু করা।
৮. প্রতি বছরে প্রথম শ্রেণীতে উপবৃত্তির তালিকা তৈরি এবং বছর শেষে উপবৃত্তি তালিকাধারী অভিভাবকদের মধ্যে এলাকা ত্যাগকারী অভিভাবকের পরিবর্তে অন্য শিশুদের তালিকায় স্থান দেয়া।
৯. উপবৃত্তি প্রাপ্ত পিছিয়ে পড়া শিশুদের এলাকার বেকার যুবকদের/ আবাসিক শিক্ষক নিয়োগের মাধ্যমে অগ্রগামী করা।
১০. উপবৃত্তির কাগজপত্র তৈরির জন্য বিদ্যালয়ে উপবৃত্তি কন্টিজেন্সি বাড়ানো।

শাহাবুদ্দিন তালুকদার,